আলোচিত সমালোচিত ১০ নেতা

২ বদরুদ্দোজা চৌধুরী অতি বিপ্লবী

এবছর রাজনীতির অন্যতম আলোচিত ব্যক্তি পদত্যাগী রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগের পর ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বেশ নীরব ছিলেন। হঠাৎ এ বছরে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। গত জানুয়ারিতে প্রবাসীদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাৎকারে তিনি জানান নতুন দল গঠনের কথা। তার নতুন দল গঠন নিয়ে বিএনপির রাজনীতিতে শুরু হয় তোলপাড়। তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিএনপির সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ঢাকা-১০ আসন থেকে পদত্যাগ করেন। প্রচার হয় বিএনপির আরো সংসদ সদস্য পদত্যাগ করতে পারে। বাণিজ্যমন্ত্রীর পদ থেকে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর পদত্যাগ এ সম্ভাবনাকে আরো আলোচনার জন্ম দেয়। জোট সরকার বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সকল কার্যক্রমের ওপর নজরদারি শুরু করে। সরকার পল্টনে বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সমাবেশের অনুমোদন না দিয়ে, তাকে আরো লাইম লাইটে নিয়ে আসে। সমাবেশের দিন কয়েক দফা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সমর্থকদের ওপর হামলা চলে। সরকারের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই বদরুদ্দোজা চৌধুরী তার নতুন দল বিকল্প ধারার নাম ঘোষণা করেন। তিনি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, মেধার রাজনীতি নিয়ে প্রতিযোগিতায় আসুন, সন্ত্রাস বন্ধ করুন। চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ছয় মাসও টিকে থাকতে পারবেন না। মেধার রাজনীতিতে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। পদত্যাগী সাংসদ আবদুল মান্নানকে দলের সদস্য সচিব করা হয়। বর্তমান রাজনীতির যে মেরুকরণ চলছে তাতেও বদরুদ্দোজা চৌধুরী রয়েছেন আলোচনার কেন্দ্রে। নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার নেপথ্যে তার ভূমিকা ছিল মুখ্য। নির্বাচনের পূর্বে তার 'সাবাস বাংলাদেশ' অনুষ্ঠান জোটের জয়ে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ বছর তিনি ছিলেন বিএনপির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা তথা অতি বিপ্লবী।

১ আবদুল জলিল নয়া রাখাল বালক

আবদুল জলিল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হওয়ার বিরুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল, দলের এ সংকটের সময় আবদুল জলিল দলকে সঠিকভাবে দিক-নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে তার প্রতি শুভানুধ্যায়ীরা রেখেছিলেন আস্থা। এবছর প্রথম থেকেই আবদুল জলিল মিডিয়ার কেন্দ্রে চলে আসেন। তিনি গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলোর সঙ্গে ঐক্যের কথা বার বার বলতে থাকেন। অথচ ঐক্যের কোনো অগ্রগতি ছিল না। অবশেষে ২১ মার্চ রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রবাসীদের সঙ্গে অন লাইনের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন আল্লাহ ছাড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিনি বলেন, আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করি। সুতরাং গণআন্দোলনের মুখেই সরকারের পতন হবে।

আবদুল জলিলের এ বক্তব্য সারা দেশে রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। জাতীয় সংসদে জলিলের ডেড লাইন নিয়ে সরকারি মহলে তীব্র সমালোচনা হয়। সরকারি দলের সাংসদরা দাবি করে, আবদুল জলিলকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। আবদুল জলিল ২৮ মার্চ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আবারও বলেন, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে তিনি সরকার পতনের ট্রাম্প কার্ড ছাড়বেন। ফলে দেশের রাজনীতি হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরকার নড়চড়ে বসেন। আওয়ামী লীগ একের পর এক হরতাল ডাকতে থাকে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ ২১ এপ্রিল হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচি দেয়। আবদুল জলিল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানান। সরকার শুরু করে গণগ্রেপ্তার। এপ্রিলের মাঝামাঝিতে এসেই বোঝা যায়, আবদুল জলিলের সরকারের পতনের ডেডলাইন ছিল অন্তঃসারশূন্য। তবু তিনি ভাঙা ক্যাসেট বাজিয়ে চললেন। জোর দিয়ে বলতে লাগলেন ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন হবে। অবশেষে ২৯ এপ্রিল এনটিভিতে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, সরকার পতনের ডেডলাইন আমি বলিনি। সাংবাদিকরাই বলেছে। পুরো দায়ভার তিনি সাংবাদিকদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন। ৩০ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্য খন্ডনের চেষ্টা করলেন। বললেন, এ ডেডলাইন ছিল আন্দোলনের রিহার্সাল। এই ডেডলাইনে সরকারের পতন হলে, ফাইনাল রাউন্ড খেলতে হবে না।

আবদুল জলিল অক্টোবরে আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশোধনের দাবি তুলে মিডিয়ায় আলোচিত হন। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন ধারাও উপধারার পরিবর্তন চান তা তিনি বলতে ব্যর্থ হন। নানা ধরনের বক্তব্য দিয়ে আবদুল জলিল সারা বছর আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন। বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, আসলে আবদুল জলিলের বক্তব্য আসে নেত্রীর কাছ থেকে। তিনি শুধু তোতা পাখির মতো নেত্রীর বক্তব্যই আওড়াতে থাকেন।

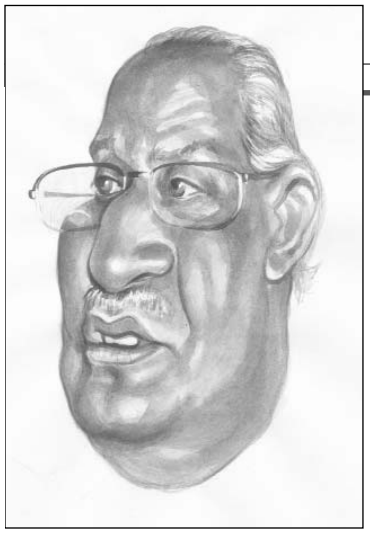

৩ সাইফুর রহমান অর্থ নয় উপদেশ মন্ত্রী

এ বছরও আলোচনায় ছিলেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। পুরো সময়টি ছিল মিডিয়ায়। সিলেটের ভাষায় তার স্বভাবসুলভ একঘেয়েমি বক্তব্য শুনে মানুষ ক্লান্ত হয়েছে। লাগামহীনভাবে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য, বেকারত্ব। উঠছে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস। অথচ তিনি চ্যানেলগুলোকে শুধু জাতিকে উপদেশের বাণী শুনিয়েছেন। প্রতিদিন মিডিয়ার খবর হন তিনি। হরতালের ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে হরতালের বিকল্প বের করা সহজ। এখন তো হরতাল ডেকে বাসায় বসে হিন্দি সিনেমা দেখলেও হরতাল হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার পর সাইফুর রহমান বলেন, 'আমরা যতোই কথা বলি না কেন, এটা ঠিক যে আমরা বিভিন্ন বোমা হামলার সুরাহা করতে পারিনি। আমাদের অবশ্যই এর বিহিত করতে হবে। কেননা এ অবস্থায় আমরা কেউ নিরাপদ নই। সুখের সময় আমরা ঝগড়া করি, এখন খারাপ সময়ও যদি ঝগড়া হয় তাহলে কোনো লাভ হবে না।

সাইফুর রহমান সারা বছর জাতিকে উপদেশ দিলেও ঘরে তার উপদেশ নেই। তার ছেলে সাংসদ নাসির রহমান নানা কারণে মিডিয়ায় আলোচনা এসেছেন। তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। অপর দিকে জনগণ সাইফুর রহমানের উপদেশ বাণী অবাক বিস্ময়ে শুনেছেন।

৪ তারেক রহমান সর্বত্র আলোচনায়

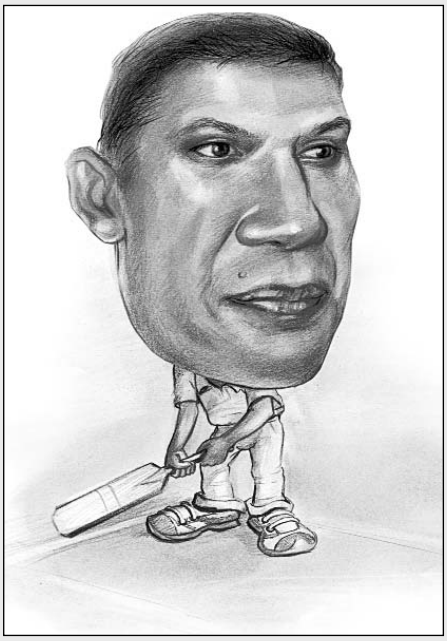

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান এ বছরও ছিলেন আলোচনায়। হাওয়া ভবন ও তিনি সব সময় বিরোধী শিবির থেকে সমালোচিত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাগণ অর্থ পাচারের অভিযোগ এনে প্রকাশ্য বক্তব্য দিয়েছেন। তারেক রহমান সব সময় এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, কোনো প্রমাণ নেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান অনলাইনে প্রবাসীদের এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিদেশে আমি শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছি, অর্থ পাচার করেছি, বিরোধি দলকে তা প্রমাণ দিতে হবে। চ্যানেল আইকে দেয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি একই বক্তব্য দিয়েছেন। তবে এ বছর দলে তারেক রহমান আরো শক্ত অবস্থান করে নিয়েছেন। রোজার সময় বিএনপির স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ঢাকায় যে মত বিনিময় সভা হয়েছে তার কেন্দ্রে ছিলেন তারেক রহমান।

তারেক রহমানে ২১ এপ্রিল ছাত্রলীগ, যুবলীগের হাওয়া ভবন ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সর্বত্র আলোচিত হন। এদিন তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান পুরো ঢাকাকে অবরুদ্ধ করে হাওয়া ভবনের সামনে ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন ভূঁরিভোজের আয়োজন করেন।সর্বশেষ শেখ হাসিনা পুত্র জয়কে শুভেচ্ছা চিঠি পাঠিয়ে আলোচিত হয়েছেন। জয় চিঠি গ্রহণ না করায় তার ভাবমূর্তি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন তারেক রহমান।

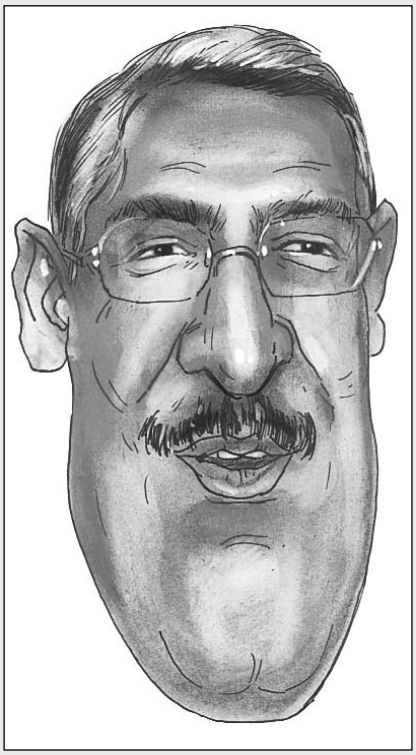

৫ মোসাদ্দেক আলী ফালু ভোটারবিহীন সাংসদ

ঢাকা-১০ সংসদ উপনির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালু বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়ার পরই আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন। এ নির্বাচনে ২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এর মধ্যে ২০ জনই ছিলেন মোসাদ্দেক আলী ফালুর ডামি প্রার্থী। নির্বাচনে মোসাদ্দেক আলী ফালুর বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। তার সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিয়ে গণমাধ্যমে তীব্র আলোচনার ঝড় ওঠে। মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল মান্নানের আইনি লড়াইয়ের কারণে পিছিয়ে যায় নির্বাচন অবশেষে ভোটের দিন অভিনব কায়দায় ভোটকেন্দ্র দখল করা হয়। জাল ভোট অতীতের সকল রেকর্ড ভাঙে। নির্বাচনে বিপুল ভোটে মোসাদ্দেক আলী ফালু জয়লাভ করেন। ভোটারবিহীন নির্বাচনে তিনি হন সাংসদ। এছাড়াও এনটিভির কারণে তিনি আলোচনায় এসেছেন। তারেক রহমানের সঙ্গে তার বিরোধ নানা সময় তাকে মিডিয়ায় নিয়ে এসেছে।

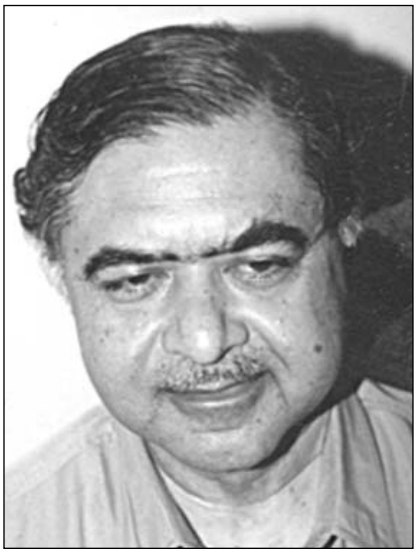

৬ ড. কামাল হোসেন মিডিয়ায় নেতা

বাস্তবে না হলেও মিডিয়ায় আলোচনায় ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বছরের প্রথম থেকেই তিনি ঐক্য প্রচেষ্টা নামক একটি অরাজনৈতিক সংগঠন দাঁড় করার চেষ্টা করেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কাদের সিদ্দিকী, বিকল্প ধারার বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে নিয়ে আসতে চান।

গত ১৩ মার্চ ঐক্য প্রক্রিয়ার জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশনে কাদের সিদ্দিকী বদরুদ্দোজা চৌধুরী উপস্থিত থাকেন। তিন নেতার এক সঙ্গে উপস্থিতি রাজনীতির নতুন মাত্রা যোগ করে। রাজনীতিতে গুঞ্জন ওঠে জাতীয় সরকারের। এ সময়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ে নড়ে চড়ে বসে। তিন নেতার উদ্যোগকে তারা বানচাল করে দেয়ার চেষ্টা করে। ড. কামাল হোসেন পুরো বছর জুড়ে চটকদারী বক্তব্য দিয়ে মিডিয়ায় থেকেছেন। তার দল গণফোরাম। ঐক্য প্রচেষ্টার কোনো কার্যক্রম না থাকলেও কামাল হোসেন ছিলেন আলোচনায়। বিশেষ করে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ও হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলায় তিনি সোচ্চার ছিলেন।

৭ নাজমুল হুদা কথার 'বুলেট'

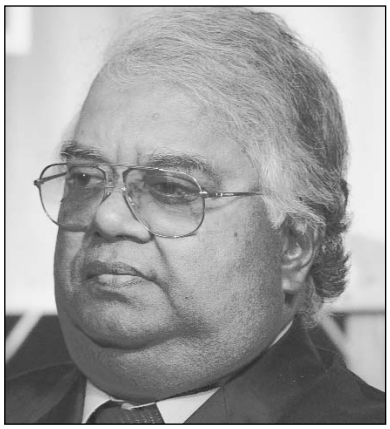

এবছর প্রথমেই অতীতের মতো বেফাঁস কথা বলে যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা সমালোচনার ঝড় তোলেন। তিনি ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ছাত্রশিবিরের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাজমুল হুদা, জামায়াত-শিবির তোষণের বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করে জামায়াত কোনো অন্যায় করেনি। তারা তখনও পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। দেশপ্রেমিক সংগঠন হিসেবে তিনি শিবিরের সুশৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করেন। তিনি ছাত্রদলকে শিবিরের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান।

তার এ বক্তব্যে সারা দেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এতে নাজমুল হুদা বেশ বেকাদায় পড়ে যান ট্রান্সপারেন্সি অব ইন্টারন্যাশনাল যখন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে শীর্ষ দুনীতিবাজ মন্ত্রণালয় বলে অভিহিত করে। বেশ চটে যান নাজমুল হুদা। তিনি কঠোর ভাষায় টিআইবি রিপোর্টের বিরোধিতা করেন। তিনি টিআইবির দুর্নীতিবাজের পদক প্রত্যাখ্যান করলেও, জনগণ টিআইবিকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কারণ গত তিন বছর তিনি বাংলাদেশকে ভারতীয় নিম্নমানের গাড়ির ভাঁগাড়ে পরিণত করেছেন। নেপথ্যে কয়েকশ'ত কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। নিজস্ব সংগঠন মানবধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাকে রেলের এক জমি মাত্র ৫ হাজার টাকায় দিয়ে দেন। সবাব তীব্র অপত্তি সত্ত্বেও। নাজমুল হুদা বুলেট ট্রেন এখন ফাঁকা বুলিতে পরিনত হয়েছে।

৮ আলতাফ হোসেন চৌধুরী ক্রাইসিস ম্যান!

বর্তমান জোট সরকারের অন্যতম আলোচিত মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি সন্ত্রাসীদের গুলিতে শিশু নওশীনকে দেখতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন। তার এ বক্তব্য সাড়া দেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার ব্যর্থতার দাবিতে বিরোধী শিবির থেকে বার বার দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। এ বছর ২৫ মার্চ হঠাৎই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এসময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে সরিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হয়। আলতাফ হোসেন চৌধুরী মন্ত্রণালয় রদবদলে তার প্রমোশন হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভালো চালিয়েছি বলে আমাকে প্রমোশন দিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেয়া হয়েছে। আমি ক্রাইসিস মন্ত্রী, ক্রাইসিস দেখা দিরেই আমাকে ডাকা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়েও তিনি আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যর ব্যর্থতাকে তিনি প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলেন, রোদ না ওঠায় চালের দাম বাড়ছে বলে দাবি করেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বন্যার কারণে যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়ার কথা দিল সে হারে বাড়েনি। আলুর দাম বাড়লেও কচুর দাম কমেছে। ডিম, মাছের দাম বেড়েছে সত্য কথা। কিন্তু পত্রিকাগুলো দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া দিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। যে জিনিসের দাম কমেছে পত্রিকাগুলো তা লেখে না।

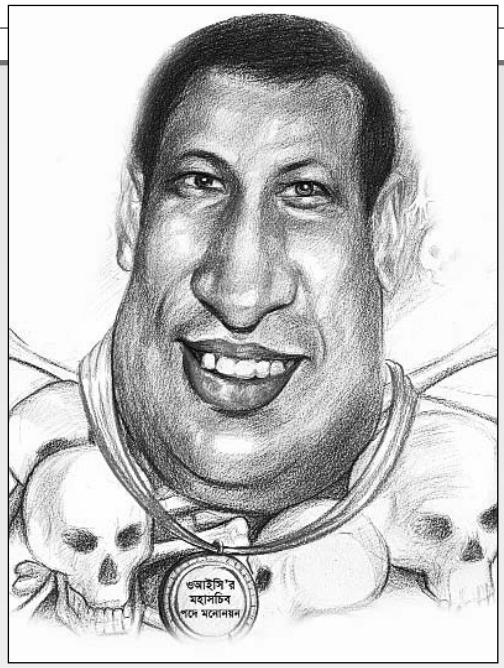

৯ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী অতি চালাকের...

গত বছরের মতো এ বছরও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী রাজনৈতিকভাবে সমালোচিত হন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আলোচনায় আসেন সরকার তাকে ওআইসির মহাসচিব পদে মনোনয়ন দিলে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ একজন যুদ্ধাপরাধীকে মনোনয়ন দেয়ার তীব্র বিরোধিতা করে। সংবাদপত্রে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ বছর অনুষ্ঠিত হয় ওআইসির সম্মেলন। এ সম্মেলনে মাত্র ১২ ভোট পান সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ওআইসির সম্মেলন থেকে দেশে ফিরে এসে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনে ইহুদি স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ভোট পেরেছি ১২টা। মুসলিম জনগণ অধ্যুষিত বৃহৎ দেশগুলোর ভোট আমরাই পেয়েছি। এ পরাজয়ের মধ্যে প্রাপ্তি রয়েছে। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নির্লজ্জ পরাজয়ের পর এ বক্তব্যে আবারও সমালোচনার ঝড় ওঠে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরের দিন সংবাদ সম্মেলন করতে হয়। তিনি সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর বক্তব্য সরকারের নয়, নিজস্ব বলে অভিহিত করেন। সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর পরাজয়ের কারণ জানতে চেয়ে বক্তব্য দিলে সংসদ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তব্যে জবাবে বলেন, ওআইসি একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। কোনো হিন্দুর এর বিরুদ্ধে বক্তব্যর দেয়ার অধিকার নেই।

ওআইসি সম্মেলনে পরাজয়ের পর অতীতের মতো ধূর্তও চটুল রাজনীতিক নেতার মতো বক্তব্য দিয়ে পার পেতে চেয়েছিলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। অতি চালাকি করতে গিয়ে তিনি বড় ধরা খেয়েছেন।

১০ সজীব ওয়াজেদ জয় রাজনীতিতে বছরের শেষ আকর্ষণ

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর আমেরিকা থেকে সজীব ওয়াজেদ জয় পত্রিকায় একটি বিবৃতি পাঠান। বিবৃতিতে তিনি গ্রেনেড হামলায় হতা হতদের জন্য শোক এবং, মায়ের জীবন রক্ষার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন থেকে জয়কে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। গত ২১ ডিসেম্বর জয় সস্ত্রীক আমেরিকা থেকে দেশে আসেন। তার দেশে আসাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী রাজনীতিতে আলোচনা চলছে। বিমানবন্দরে জয়কে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা সংবর্ধনা জানান। বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় পরোক্ষভাবে আগামীতে রাজনীতিতে আসার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশের মিডিয়াগুলো এখন জয়কে নিয়ে ব্যস্ত। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বলছেন, তথ্য প্রযুক্তি উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন শেখ হাসিনার পুত্র জয় রাজনীতিতে এসে দেশের রাজনীতি নতুন মাত্রা যোগ হবে। অনেকে আবার সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বছরের শেষ প্রান্তে এসে জয় রাজনীতিতে নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন।

Rqš AvPvh

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে।

মানি অর্ডার অথবা ডিডি পাঠানোর ঠিকানা :

সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।